দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 2007
পৃষ্ঠা 12 কলাম 8

সাবেক মন্ত্রী এমপি আঞ্চলিক নেতাদের কোন্দল আর অতি লবিং তদবিরের মাশুল

১৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি প্রো-ভিসি ট্রেজারারের ১৪ পদ শূন্য

ইনকিলাব রিপোর্ট

সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী, এমপি, আঞ্চলিক নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং শিক্ষকদের অতিমাত্রায় গ্রুপিং-লবিং-এর কারণে দেশের ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি), প্রোভাইস চ্যান্সেলর (প্রো-ভিসি) ও ট্রেজারারের ১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ভিসি'র পদ, ৫টি প্রো-ভিসি'র পদ এবং ৭টি ট্রেজারারের পদ রয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর ধরে এ সব পদ একেবারে শূন্য করে রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চলছে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র কার্যক্রম। একইভাবে ৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

১৩ পাবলিক

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ট্রেজারারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি। সর্বোচ্চ শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃথক পৃথক আইনে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য বণ্টন করে পদগুলো সৃষ্টি করা হলেও এ সব পদে নিয়োগ নিয়ে সাবেক সরকারের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ক্ষমতাধর মন্ত্রী, এমপি ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে নানামুখী তদবির ও প্রতিবন্ধকতায় থমকে গেছে এ সব নিয়োগ। এ কারণে একদিকে যেমন চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা। তেমনি অপরদিকে দীর্ঘদিন ধরে এসব পদ শূন্য থাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কোন না কোনভাবে দায়িত্বে রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই সুকৌশলে রমরমা নিয়োগ বাণিজ্য ও পদোন্নতি বাণিজ্য করে সহজেই বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন। ক্ষমতায় বহাল ভিসি নিজের খেয়াল-খুশিতে প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার শূন্যতার সুযোগে রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার যথেচ্ছা অপব্যবহার করছেন। স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগও রয়েছে বেশ ক'জন ভিসির বিরুদ্ধে।

এ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায় থেকে নালিশ এসেছে শিক্ষা উপদেষ্টার কাছেও। শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান প্রধান শূন্য পদ পূরণ করে অবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের শূন্য পদ জানাতে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি)। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকাও পাঠানো হয়েছে উপদেষ্টার দফতরে।

সে তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ ভিসি নেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), খুলনা প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট)। তবে প্রো-ভিসি প্রফেসর ডাঃ এম এ তাহির বিএসএমএমইউতে এবং কুয়েটের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ নওশের আলী মোড়ল ভিসির অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি প্রো-ভিসি'র পদসহ শূন্য রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির পদ। ট্রেজারার নেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও চিটাগাং ভেটেরিনারী এন্ড এনিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর জামাল উদ্দিন আহমেদকে।

২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর একরকম রাতারাতি সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের রদবদল করে। তারই ভিত্তিতে চর দখলের মতো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসির চেয়ার দখল করে নেন তৎকালীন সরকার সমর্থক শিক্ষকরা। কিন্তু তার কিছু দিন পর থেকেই শুরু হয় প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের মধ্যে ক্ষমতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এ সব শিক্ষকরা যে যার লড়াইয়ে বিজয়ের জন্য এবং প্রতিপক্ষ ব্যক্তির নিয়োগ বাতিলে মরিয়া হয়ে উঠেন। আশ্রয় নেন বিএনপি-জামায়াত জোটের ক্ষমতাধর মন্ত্রী, এমপি ও আঞ্চলিক নেতাদের। মন্ত্রী-এমপিদের সমর্থন আদায় তাদের অন্যায় আবদার, অনৈতিক তদবির বাস্তবায়ন করতে থাকেন। ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারদের মধ্যে অনেকে লিপ্ত হন একে অপরের চরিত্র হননে। অনেকে প্রতিপক্ষের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছিত হন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল, প্রতিপক্ষের লবিং তদবির এবং আন্দোলনের মুখে মেয়াদ শেষের আগেই বিদায় নিতে হয় ১০ জন ভিসিসহ ২৫ প্রো-ভিসি, ট্রেজারার। এমনতর অবস্থার মুখে জোট সরকার তার মেয়াদ শেষের বেশ আগে থেকেই ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের শূন্য পদে নতুন করে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তখনও এ সব পদে নিয়োগ লাভের জন্য তৎকালীন সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মাধ্যমে তদবির, লবিং অব্যাহত থাকে। সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, মোসা, হাওয়া ভবন, ড্যাব ও এ্যাব নেতাদের [illegible] তদবির চলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। বিএনপি-জামায়াত জোট ফের ক্ষমতায় এলেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগ